বণিক বার্তা

2 4 SEP 2025

ঢাকা চেম্বারে মতবিনিময় সভায় বক্তারা

খেলনা শিল্পের রফতানি বাড়াতে প্রয়োজন নীতিসহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বর্তমানে বৈশ্বিক খেলা শিল্পের বাজার ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি হলেও বাংলাদেশ রফতানি করে মাত্র ৭৭ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। তবে প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তার অভাব, কাঁচামাল আমদানিতে উচ্চ শুল্কহার, বন্ডেড সুবিধার অনুপস্থিতি, অপ্রতুল অবকাঠামো ও টেস্টিং সুবিধার অপর্যাপ্ততাসহ বিভিন্ন কারণে এ শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

রাজধানীর মতিঝিলে গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মিলনায়তনে 'রফতানি বহুমুখীকরণ: খেলনা উৎপাদন শিল্পে উদ্ভাবন ও রফতানির সম্ভাবনা' শীর্ষক এক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় এ কথা জানান এ খাতের ব্যবসায়ীরা। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এ সভার আয়োজন করে। চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (কাস্টমস : নীতি ও আইটি) মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মার্টিন ডওসন বিশেষ অতিথি ছিলেন। এ সময় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) সভাপতি ও জালালাবাদ পলিমারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শামীম আহমেদ।

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, 'রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণের বিষয়টি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অথচ বিগত বছরগুলোয় আমাদের রফতানি গুটিকয়েক পণ্যের ওপর অধিকমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল।'

ডিসিসিআই সভাপতি উল্লেখ করেন, 'খেলনা সামগ্রী রফতানির বৈশ্বিক বাজারের আকার ১০২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩০ সালে দেড়শ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। অথচ এ খাতে আমাদের রফতানির পরিমাণ মাত্র ৭৭ মিলিয়ন ডলার।' আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের অনুপস্থিতি, টেস্টিং সুবিধার অপ্রতুলতা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা, ব্যবহৃত কাঁচামালে আমদানিনির্ভরতা ও আমদানি পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্কারোপ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং সহায়ক নীতিমালার অভাবে এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি।

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় অন্য খাতের ওপর নজর দিতে হবে বলে মনে করেন এনবিআর সদস্য মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর। তিনি বলেন, 'এ লক্ষ্যে এনবিআর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সহজীকরণ ও বন্ডেড সুবিধা দেয়ার কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে প্রণীত ট্যারিফ নীতিমালা অনুসারে রাজস্ব বিভাগ শুল্কারোপ করে। এ ক্ষেত্রে বিদেশী দাতা সংস্থাগুলোর কিছু সুপারিশ থাকে, যা মেনে চলতে হয়।'

অর্থবছরের মাঝামাঝি সময়ে কোনো নীতিসহায়তা পরিবর্তনের তেমন সুযোগ নেই, তবে আগামী বছরে বাজেট প্রণয়নে এ খাতের প্রয়োজনীয় নীতিসহায়তা দেয়ার বিষয়টি সরকারের বিবেচনার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান।

এনবিআর সদস্য আরো বলেন, 'গত ৪০ বছর ধরে তৈরি পোশাক খাতে সহায়তা দেয়া হলেও এ খাতের সক্ষমতা কতটুকু বেড়েছে তা নিয়ে চিন্তার সময় এসেছে। তাই খেলনা শিল্পের উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্রাপ্তির চেয়ে নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানো এবং পণ্যের উদ্ভাবনী কার্যক্রমে বেশি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

> খেলনাসামগ্রী রফতানির বৈশ্বিক বাজারের আকার ১০২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার, যা ২০৩০ সালে দেড়শ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। অথচ এ খাতে আমাদের রফতানির পরিমাণ মাত্র ৭৭ মিলিয়ন ডলার
>
> —তাসকীন আহমেদ
> ডিসিসিআই সভাপতি

সভায় ব্রিটিশ হাইকমিশনের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মার্টিন ডওসন বলেন, 'বাংলাদেশে উৎপাদিত খেলনা পণ্য রফতানির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রিটিশ সরকার এ খাতে সহযোগিতা করতে বেশ আগ্রহী।' বিদ্যমান নীতিমালার সংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা সম্ভব হলে যুক্তরাজ্যে এ খাতের পণ্যের রফতানি আরো বহু গুণ বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বিপিজিএমইএ সভাপতি শামীম আহমেদ বলেন, 'প্লাস্টিক খাতে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার মধ্যে খেলনা সামগ্রী উৎপাদনের সঙ্গে আড়াই শতাধিক প্রতিষ্ঠান জড়িত। এ খাতে প্রায় ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন মানুষ কর্মরত রয়েছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাত রফতানি করেছে ২৭৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বাজারের আকার ছিল প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার।'

তিনি জানান, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৫ দশমিক ২৩ মিলিয়ন ডলারের খেলনা সামগ্রী রফতানি করে বাংলাদেশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা বেড়ে ৭৭ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়। এ সময় ৮৮টি দেশে পণ্য পাঠানো হয়। তবে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, অপ্রতুল অবকাঠামো, গবেষণা কার্যক্রমের অনুপস্থিতি ও নতুন পণ্যের ডিজাইন উদ্ভাবনে পিছিয়ে থাকার মতো বিষয়গুলোর কারণে এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

আলোচনায় ডিসিসিআই ঊর্ধ্বতন সহসভাপতি রাজিব এইচ চৌধুরী ও সহসভাপতি মো. সালিম সোলায়মানসহ খেলা শিল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল

2 4 SEP 2025

এলডিসি থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিন

■ সমকাল প্রতিবেদক

ব্যবসায়ীদের প্রতি অর্থ উপদেষ্টা

ডিএইচএল-ডেইলি স্টার বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস পেলেন দুই প্রতিষ্ঠান ও তিন ব্যক্তি

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ নিয়ে আলোচনা চলছে। ব্যবসায়ীদের বলব, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আপনারা নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর র‍্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে ২৩তম বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বহুজাতিক কুরিয়ার প্রতিষ্ঠান ডিএইচএল ও ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এলডিসি উত্তরণের তারিখ নিয়ে এখনই সিদ্ধান্ত হবে না। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক হতে হবে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও স্থানীয় বাজারের দিকে নজর দিতে হবে। সরকার অবশ্যই নীতিগত সংস্কার, প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং প্রাথমিক সহায়তার মাধ্যমে ব্যবসাকে এগিয়ে নিতে কাজ করবে।

তিনি বলেন, সত্যি বলতে, কখনও কখনও সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দূরত্ব থেকে যায়। তবুও আমরা সব সময় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি। তবে নীতিমালা শুধু জনপ্রিয় ধারণার ভিত্তিতে তৈরি করা সম্ভব নয়। অনেকেই আমাকে কর কমানোর অনুরোধ করেন, আবার কেউ কর বাড়ানোর অনুরোধ করেন; কেউ নগদ প্রণোদনা বাড়াতে বলেন। সব পূরণ করা বাংলাদেশের সামর্থ্যের মধ্যে পড়ে না। তাই ভারসাম্য রাখতে হয়। তবে আমরা অবশ্যই ব্যবসাবান্ধব হতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, বেসরকারি খাতের উন্নয়নেই ভবিষ্যৎ। অতীতের মতো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বড় বড় করপোরেশনের যুগ শেষ হয়েছে। এখন ব্যবসায়ীরাই উৎকৃষ্ট কাজ করছেন, ভবিষ্যতেও অবদান রাখবেন।

অর্থ উপদেষ্টা বলেন, আমরা একমত যে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে বেসরকারি খাত। সরকার কেবল সীমিত কিছু ক্ষেত্রে চাকরি দিতে পারে। গত ১১-১২ মাসে কর্মসংস্থানের তেমন উন্নতি হয়নি, ব্যবসাও দ্রুত বাড়েনি। ফলে কর্মসংস্থান কিছুটা স্থবির থেকেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও প্রভাব ফেলেছে।

সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, সম্প্রতি মার্কিন চেম্বার অব কমার্সের সহসভাপতি আমাকে বলেছেন, মার্কিন বেসরকারি খাত বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের নিয়ে খুশি। তারা দক্ষ। আমি বলেছি, আমরা শেভরন ও মেটলাইফের মতো প্রতিষ্ঠানের বকেয়া প্রায় ৪০ লাখ ডলার পরিশোধ করেছি। এটা আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, এটা রপ্তানিকারক ও উদ্যোক্তাদের অর্থ দিয়েই পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের ভালো ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন, দুঃখজনকভাবে কিছু করপোরেট নেতা রাজনৈতিক সম্পর্ক ব্যবহার করে অতীতে ব্যাংক লুট করেছেন এবং দেশকে অপমানিত করেছেন। তাই প্রথম পদক্ষেপ হবে– সৎ ব্যবসায়ী ও অসৎ ব্যবসায়ীর মধ্যে পার্থক্য করা। তিনি বলেন, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড একটি অনুপ্রেরণার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। আমরা এমন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্মান জানাই, যারা ব্যবসায়িক নৈতিকতা, উৎকর্ষতা ও দৃঢ়তাকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছেন।

তিনি বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে মাত্র ছয় মাস সময় আছে। আমি অনুরোধ করব, এ সময়টুকু ব্যবহার করে কিছু বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিন। ছোট ছোট উদ্যোগ হলেও তা বেসরকারি খাতকে এগিয়ে নিতে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। পাশাপাশি পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য একটি রূপরেখা রেখে যান।

২ প্রতিষ্ঠান ও ৩ ব্যক্তি পেলেন বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস

অনুষ্ঠানে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অবদানের জন্য পাঁচ ক্যাটেগরিতে তিন ব্যক্তি ও দুই প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ডস দেওয়া হয়েছে। এবার ব্যবসা-বাণিজ্যে অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন এসিআই গ্রুপের চেয়ারম্যান ও শিল্পোদ্যোক্তা আনিস উদ দৌলা। ২০২৪ সালের সেরা ব্যবসায়ীর স্বীকৃতি পেয়েছেন শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী। একই সঙ্গে ২০২৪ সালের অসাধারণ নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার পেয়েছেন শেয়ারট্রিপের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী সাদিয়া হক।

এ ছাড়া সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সিটি ব্যাংক ও বছরের সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওয়ালটন গ্রুপ পুরস্কার পেয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

সমকাল

2 4 SEP 2025

পাঁচ বছরে খেলনা রপ্তানি ছয় গুণ বাড়ানো সম্ভব

সমকাল প্রতিবেদক

সম্ভাবনাময় খেলনাশিল্প থেকে বছরে প্রায় সাত কোটি ৭০ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় হয়। প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক কমানো, বন্ডেড সুবিধা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও টেস্টিং সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ অর্থাৎ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এ রপ্তানি ৪৬ কোটি ৬৩ লাখ ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

মঙ্গলবার রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আয়োজিত 'রপ্তানি বহুমুখীকরণ: খেলনা উৎপাদন শিল্পে উদ্ভাবন এবং রপ্তানির সম্ভাবনা' শীর্ষক ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর এবং বাংলাদেশে ব্রিটিশ হাইকমিশনের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মার্টিন ডওসন বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন।

সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমানে খেলনা শিল্পের বৈশ্বিক বাজার ১০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। কিন্তু বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র সাত কোটি ৭০ লাখ ডলারের মতো। সহায়ক নীতিমালার অভাব, পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, অপ্রতুল অবকাঠমো, গবেষণা কার্যক্রমের অনুপস্থিতি এবং নতুন পণ্যের ডিজাইন উদ্ভাবনে পিছিয়ে থাকার কারণে এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিজিএমইএ) সভাপতি শামীম আহমেদ বলেন, প্লাস্টিক খাতে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাদের মধ্যে ২৫০টি খেলনাসামগ্রী উৎপাদন করছে। এ খাতে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ কর্মরত রয়েছে।

ডিসিসিআইর আলোচনা

প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তার পরামর্শ

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, খেলনাসামগ্রী রপ্তানির বৈশ্বিক বাজার ১০২ বিলিয়ন ৮০ কোটি ডলার, যা ২০৩০ সালে ১৫০ বিলিয়নে পৌঁছাবে। আন্তর্জাতিক ক্রেতার অনুপস্থিতি, বিশ্ববাজারে প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা, কাঁচামালে আমদানি নির্ভরতা ও উচ্চ শুল্ক ও সহায়ক নীতিমালার অভাবে বাংলাদেশে এ খাতের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

এনবিআরের সদস্য মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর বলেন, এলডিসি পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাকের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় অন্যান্য খাতে নজর দিতে হবে। এ জন্য এনবিআর সংশ্লিষ্ট নীতিমালা সহজীকরণ ও বন্ডেড সুবিধা প্রদানে কাজ করছে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনের ডেপুটি ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মার্টিন ডওসন বলেন, বাংলাদেশে উৎপাদিত খেলনা পণ্য রপ্তানির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রিটিশ সরকার এ খাতে সহযোগিতা করতে বেশ আগ্রহী। বিদ্যমান নীতিমালার সংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা নিরসন করা সম্ভব হলে এ খাতের পণ্যের রপ্তানি আরও বহুগুণ বাড়বে।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানের আলোচনায় অংশ নেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের পরিচালক ড. অশোক কুমার রয়, বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের জয়েন্ট চিফ মামুন-উর রশিদ আসকারী, গোল্ডেন সনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলাল আহেমদ, কাপকেক এক্সপোর্টার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়াসির ওবায়েদ প্রমুখ।

কালবেলা

2 4 SEP 2025

আমদানি-রপ্তানির বিল অগ্রিম পরিশোধের সীমা বেড়ে দ্বিগুণ

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতি আনতে অগ্রিম বিল পরিশোধের সীমা দ্বিগুণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর ফলে ব্যবসায়ীরা আরও সহজে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবেন বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, এখন থেকে আমদানির ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ছাড়া অগ্রিম অর্থ পরিশোধের সীমা ১০ হাজার মার্কিন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার ডলার করা হয়েছে। একই সঙ্গে রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটার হিসাব থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের সীমা ২৫ হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ১৪ আগস্ট ও ৩১ জুলাই জারি করা প্রজ্ঞাপনের অন্যান্য শর্ত আগের মতো বহাল থাকবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চুক্তি অনুযায়ী পণ্য বা সেবা সরবরাহে ব্যর্থ হলে অনুমোদিত ডিলাররা নিজেদের দায়িত্বে অগ্রিম অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা করবেন। এ ছাড়া, আমদানিকারকের কোনো বকেয়া বিল অব এন্ট্রি বা কাস্টমস স্বীকৃত ইনভয়েস যেন নির্ধারিত সময়ের বেশি না থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। কার্যকর আমদানি নীতি আদেশ যথাযথভাবে মানা এবং অগ্রিম অর্থ প্রদানের আগে আমদানিকারকের স্বাক্ষরযুক্ত অঙ্গীকারনামা সংগ্রহ বাধ্যতামূলক থাকবে।

ইআরকিউ হিসাব থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রেও একই ধরনের শর্ত প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর কাছ থেকে গ্যারান্টি না পাওয়া গেলে অনুমোদিত ডিলারদের নিজেদের দায়িত্বে অর্থ ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার সময় অগ্রিম প্রদেয় অর্থ সমন্বয় করে মূল্য সংযোজনের শর্ত যাতে ভঙ্গ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এখানেও আমদানিকারকের কাছ থেকে স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারনামা নেওয়া বাধ্যতামূলক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বৈদেশিক বাণিজ্যকে সহজ ও গতিশীল করতে এই সীমা বাড়ানো হয়েছে। এতে আমদানিকারকরা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাবেন এবং রপ্তানিকারকরা তাদের ব্যবসা আরও সম্প্রসারণে উৎসাহিত হবেন।

প্রথম আলো

24 SEP 2025

৮৮টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশের খেলনা

ঢাকা চেম্বারের সেমিনার

'খেলনা উৎপাদন শিল্পে উদ্ভাবন ও রপ্তানির সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় খেলনা রপ্তানির সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খেলনা রপ্তানি আগামী পাঁচ বছরে আট গুণের বেশি বাড়তে পারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশ্বের ৮৮টি দেশে খেলনা রপ্তানি হয়েছে সাড়ে সাত কোটি মার্কিন ডলারের বেশি। ২০৩০ সালে এই রপ্তানির আকার বেড়ে দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪৭ কোটি ডলার। ফলে বৈশ্বিক খেলনা রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হবে ২৮তম।

গতকাল মঙ্গলবার 'খেলনা উৎপাদন শিল্পে উদ্ভাবন ও রপ্তানির সম্ভাবনা' শীর্ষক আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধে খেলনা রপ্তানির এমন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্লাস্টিক পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিপিজিএমইএ) সভাপতি শামীম আহমেদ। রাজধানীর মতিঝিলে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) মিলনায়তনে এই আলোচনা সভা হয়। আলোচনা সভার আয়োজন করে ডিসিসিআই। সভাপতিত্ব করেন ডিসিসিআইয়ের সভাপতি তাসকীন আহমেদ।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৭ কোটি ডলারের বেশি প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি হয়েছে। অন্যদিকে এই খাতে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হয়েছে ১২০ কোটি ডলার। প্লাস্টিক শিল্পের দেশীয় বাজারের আকার এখন ৪০ হাজার কোটি টাকা। খাতটি সরকারকে বছরে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার রাজস্ব দিয়েছে। দেশে প্লাস্টিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার, যার অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই)। এর মধ্যে খেলনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ২৫০।

মূল প্রবন্ধে আরও বলা হয়, বাংলাদেশের খেলনাশিল্পে সম্ভাবনা থাকলেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, দুর্বল অবকাঠামো ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগের ঘাটতি আছে। এর সঙ্গে খেলনাশিল্পে ছাঁচ ও নকশা উন্নয়নের অভাব আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশকে কঠিন করছে।

এর আগে রপ্তানিশিল্পে বৈচিত্র্য আনতে হবে মন্তব্য করে স্বাগত বক্তব্যে ডিসিসিআইয়ের সভাপতি তাসকীন আহমেদ বলেন, ২০৩২ সালের মধ্যে বিশ্বের খেলনা বাজারের আকার দাঁড়াবে ১৫০ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে বিশ্বের খেলনা বাজারের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে চীন। তবে মজুরি বেড়ে যাওয়ায় তারা ধীরে ধীরে নিম্নমানের খেলনা উৎপাদন থেকে সরে আসছে। ফলে বাংলাদেশের জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন সুযোগ। বর্তমানে দেশে এই খাতে বিনিয়োগ ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ২০৩০ সালের মধ্যে এই বিনিয়োগ দ্বিগুণ হতে পারে।

খেলনা রপ্তানিতে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

অনুষ্ঠানে খেলনা তৈরি করে, এমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন।

রেডমিন ইন্ডাস্ট্রিজের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জহিরুল ইসলাম বলেন, 'খেলনা রপ্তানির জন্য আমাদের আলাদা বাজার চিহ্নিত করতে হবে। দেশে তৈরি কিছু পণ্য কম মানের হলেও বিক্রি করা যায়। তবে বিশ্ববাজারে পণ্যের মান সর্বোচ্চ রাখতে হবে।'

গোল্ডেন সনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বেলাল আহমেদ বলেন, '২০০৫ সালে এনবিআরের কাছে প্লাস্টিক খেলনার জন্য বন্ড লাইসেন্স চেয়েছিলাম। প্লাস্টিকের তৈরি খেলনার কোনো নীতি নেই বলে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আমি আজও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক।'

খেলনা রপ্তানিতে ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন প্রিমিয়াফ্লেক্স প্লাস্টিক লিমিটেডের উপনির্বাহী পরিচালক আনিসুর রহমান।

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের পেটেন্ট ও শিল্প-নকশা বিভাগের পরিচালক অশোক কুমার রায় বলেন, স্বত্ব ও মেধাস্বত্বের বিষয়ে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রহ বেশি দেখা যায়। স্বত্ব ও ট্রেডমার্ক ব্যবস্থা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরাপত্তার বলয় তৈরি করবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর বলেন, 'সরকার কিছু নীতিগত সহায়তা দেবে, তবে মান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা উন্নয়ন শিল্পোদ্যোক্তাদের নিজেদের করতে হবে।'

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের যুগ্ম প্রধান মামুন-উর-রশীদ আসকারী জানান, সরকার জাপান, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করছে। রপ্তানিমুখী খেলনাশিল্পকে এসব বাজারে রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে হবে।

The Daily Star

2 4 SEP 2025

Policy support needed to boost toy export: DCCI

STAR BUSINESS REPORT

Despite its potential to play a vital role in Bangladesh's export diversification, the toy industry is struggling with inadequate policy support, weak infrastructure, and compliance challenges, which stakeholders warn could stall its global ambitions if not urgently addressed.

"Export diversification is vital for Bangladesh, yet our exports remain overly dependent on a few products," said Taskeen Ahmed, president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

The global toy export market is currently worth $103 billion and is projected to reach $150 billion by 2032. But Bangladesh's share is still only $77 million, a figure far below its potential, he added.

Ahmed made the remarks at a discussion on the potential of the toy industry at the DCCI office in Dhaka yesterday.

Due to a lack of necessary policy support, high tariffs on raw material imports, the absence of bonded facilities, inadequate infrastructure, and insufficient testing facilities, the potential of this sector remains largely untapped, he said.

To utilise the immense potential of this growing sector, he stressed the need for greater involvement of the education sector in innovation and enhanced coordination among government agencies.

The global toy export market is currently worth $103 billion and is projected to reach $150 billion by 2032. PHOTO: STAR/FILE

In his keynote presentation, Shamim Ahmed, president of the Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association (BPGMEA), stressed the importance of improving infrastructure and ensuring global quality and safety standards.

"Without rigorous testing and compliance mechanisms, locally manufactured toys often struggle to meet the requirements of markets in Europe and North America, limiting access to high-value destinations," he said.

Ensuring quality control is not just about production; it involves proper certification and monitoring at every stage. Without it, buyers remain cautious, he said.

The industry is also falling behind in innovation and design development due to a lack of investment in research and development, he said.

Unlike leading global players, Bangladeshi firms have limited capacity to design new products, develop advanced moulds, or introduce features that align with changing consumer preferences, according to Shamim.

He also called for policy support, including duty exemptions on spare parts and components, to help manufacturers upgrade production facilities.

According to export data, Bangladesh's toy exports have grown steadily, rising from $15.23 million in FY17 to $77 million in FY23, reaching nearly 88 countries.

Key products include tricycles, scooters, pedal cars, and dolls, with major markets in the US, Europe, Japan and China.

"If the current growth trajectory continues at an annual rate of around 24 percent, Bangladesh's toy exports could reach $466 million by 2030," said Shamim Ahmed.

Shamim Ahmed sees significant investment opportunities in Bangladesh's toy sector. Greenfield projects, technology transfer, and automation could modernise production and help local manufacturers compete with global hubs, he said.

The Daily Star

2.4 SEP 2025

Mango exports rebound as quality, production improve

SUKANTA HALDER

Bangladesh has seen a rise in mango exports this year following a slump in the past season. With the current export season drawing to a close this month, shipments have reached 2,194 tonnes, up 66 percent on last year.

Agri officials say the fruit's quality has improved, and a larger share of the crop has met export standards, increasing overseas sales.

Mango export from the country began nearly a decade ago, initially catering mainly to Bangladeshi communities in the UK, Italy and the Middle East. The market has since somewhat expanded, especially after China expressed interest in sourcing more mangoes from Bangladesh a few years ago.

The country produces 2.4-2.5 million tonnes of mangoes annually for a domestic market worth Tk 13,000-14,000 crore. Commercial cultivation now covers 23 districts, with 72 varieties grown nationwide. Exporting, which starts in late May and runs until late September, began in 2015.

Mexico, India, Brazil, the Netherlands and Peru are consistently cited as leading mango exporters. Bangladesh also produces the fruit in abundance, and industry insiders believe exports could rise to 8,000 tonnes with government support.

But farmers and exporters point to weak infrastructure and certification issues as key obstacles.

According to the Department of Agricultural Extension (DAE), Bangladesh exported 1,321 tonnes of mangoes in 2024, and 3,100 tonnes in 2023.

"Improving both the quality and quantity of mango production has significantly contributed to this year's rebound," said Mohammad Arifur Rahman, director of the DAE exportable mango production project.

Of the total 72 varieties, only seven or eight varieties go abroad, with Amrapali alone accounting for about 80 percent of shipments. Other exportable varieties include Gopalbhog, Himsagar, Langra, BARI-4 and Fajli.

Rahman said, "By promoting advanced techniques and supporting farmers with resources, we have been able to meet growing demand in international markets."

He, however, admitted the export challenges, especially high air freight charges that limit the country's ability to realise its full potential.

Mohammad Mansur, general secretary of the Bangladesh Fruits, Vegetables and Allied Products Exporters Association, said freight costs rose two to three times last year compared with normal rates, causing exports to fall.

He said Bangladesh's fruit and vegetable export sector, including mangoes, has significant potential but faces obstacles that need urgent attention. "High freight costs and inadequate infrastructure, such as the absence of vapour heat treatment facilities, limit our ability to compete in key international markets."

Government support in setting up modern processing and treatment plants is crucial to improve both the quality and quantity of exports, he added.

This year, Bangladeshi mangoes reached 26 countries. The UK imported the largest volume at 686 tonnes, followed by Saudi Arabia with more than 356 tonnes, Italy with over 264 tonnes, Kuwait with over 167 tonnes and Qatar with 163 tonnes. China joined as a new destination with 5 tonnes exported.

Exports to the UK are driven largely by its sizable South Asian community.

"Bangladeshi mangoes may not always look perfect, but their taste is superior; this is why demand is so strong," DAE official Rahman said.

In the Middle East, demand comes from both expatriates and local consumers, with relatively low air freight to Saudi Arabia supporting the trade.

European markets such as Italy show similar demand patterns to those of the UK.

FUTURE MARKETS AND CHALLENGES

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) estimated that global fresh mango exports reached around 2.1 to 2.2 million tonnes in 2024, with Bangladesh accounting for just 0.1 percent of the market.

Agri experts say the country still lacks a comprehensive export plan.

"Despite producing 24-25 lakh tonnes of mangoes every year, Bangladesh has not built the infrastructure or policies required to raise exports," said Sorof Uddin, principal scientific officer at the Regional Horticulture Research Station in Chapainawabganj, a key mango-producing district in Bangladesh.

He said current capacity caps mango exports at about 4,000 tonnes, and even with coordinated efforts, it would be difficult to cross the 8,000-tonne mark.

To increase the export, farmers and traders stressed the need for decentralised infrastructure, contract farming and large dedicated exporters.

Agriculture Adviser Lt Gen (Retired) Md Jahangir Alam Chowdhury recently said that although Bangladesh produces mangoes in large quantities, export volumes remain modest compared with potential.

The government, he said, is working to improve quality and expand markets.

China has already begun importing, while Japan and Australia have expressed interest. Officials believe these markets could provide fresh momentum in the coming years.

MANGO EXPORT TRENDS (In tonnes)

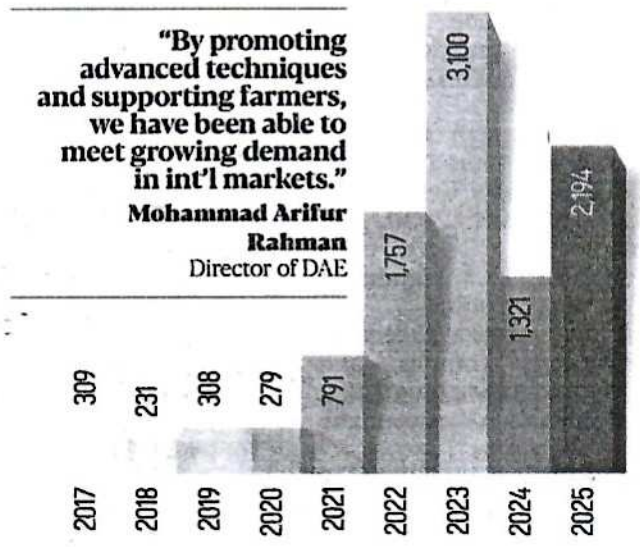

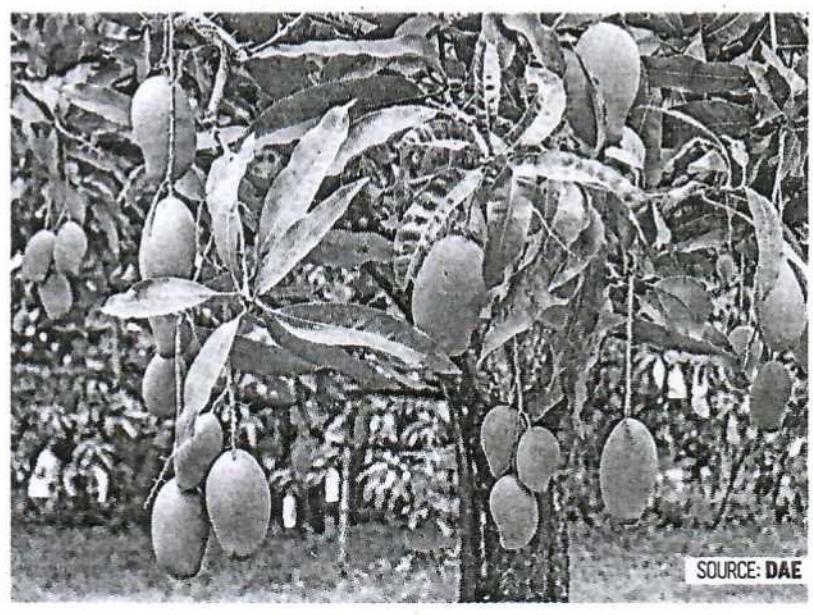

SOURCE: DAE

The Business Standard

24 SEP 2025

Toy industry holds promise, but policy gaps stunt export growth: Experts

INDUSTRY - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's toy industry, despite operating in a global market worth over $100 billion, continues to struggle to establish itself as a significant export earner.

With annual exports standing at just $77 million, entrepreneurs say policy gaps, high import tariffs on raw materials and inadequate infrastructure are holding the sector back.

These issues were raised at a focus group discussion titled "Diversifying the Export Basket: Innovation, Export Potential and Market Expansion of the Toy Manufacturing Industry," organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) in the capital yesterday.

DCCI President Taskeen Ahmed underscored the urgency of a toy-specific policy framework. "The global toy export market is projected to reach $150 billion by 2030, yet Bangladesh has barely scratched the surface," he said.

Taskeen pointed to a lack of international buyers, limited testing facilities, high tariffs on imported raw materials and insufficient policy support as key barriers, calling for greater collaboration between government agencies and academia to drive innovation.

Policy bottlenecks and tariff barriers

Speaking at the event, Muhammad Mubinul Kabir, member (Customs: Policy & ICT) of the National Board of Revenue, acknowledged the need to diversify beyond ready-made garments.

He said the revenue authority is working to expand bonded facilities and streamline customs, adding that policy support for toys could be considered in the next budget.

However, Kabir cautioned that toy manufacturers must focus on enhancing innovation and product development instead of relying solely on incentives, pointing out that the RMG sector has had policy support for four decades.

Global opportunities and foreign interest

Martin Dawson, deputy development director at the British High Commission in Dhaka, said Bangladeshi toys have "immense export potential," particularly in the UK. He noted that simplifying Rules of Origin and customs procedures would ease market access and could significantly boost exports if existing barriers are addressed.

I SEE PAGE 6 COL 1

The Financial Express

24 SEP 2025

Toy industry holds promise, but policy gaps stunt export

CONTINUED FROM PAGE 3

Industry data and challenges

Presenting the keynote paper, Shamim Ahmed, president of the Bangladesh Plastic Goods Manufacturers & Exporters Association (BPGMEA) and managing director of Jalalabad Polymer Industries, said Bangladesh has approximately 250 toy manufacturers within its plastic sector, employing 15 lakh workers.

Toy exports grew from $15.2 million in the 2016-17 fiscal year to $77 million in FY2023, reaching 88 markets, according to the keynote paper. However, he flagged quality assurance gaps, weak design innovation and a lack of research as persistent obstacles. "Cluster development, skilled manpower, joint ventures and toy-specific policies are essential for sustainable growth," Shamim said.

Entrepreneurs' perspectives

Industry leaders echoed these concerns. Md Juhirul Islam Shimul, deputy general manager and head of marketing of Redmin Industries, emphasised innovation and design novelty, while Musa Bin Tareque, general manager of Hashy Tiger Company, highlighted high tariffs on imported raw materials as a major burden.

Belal Ahmed, managing director of Golden Son Ltd, lamented the absence of toy-specific policies, arguing that entrepreneurs are being deprived of government support.

Md Mamun-Ur-Rashid Askari, joint chief (International Corpora-

policy gaps stunt export growth: Experts

:8 mar-
paper.
assur-
ovation
rsistent
pment,
entures
essen-
Sham-

es
se con-
Shimul,

deputy general manager and head of marketing of Redmin Industries, emphasised innovation and design novelty, while Musa Bin Tareque, general manager of Hashy Tiger Company, highlighted high tariffs on imported raw materials as a major burden.

Belal Ahmed, managing director of Golden Son Ltd, lamented the absence of toy-specific policies, arguing that entrepreneurs are being deprived of government support.

Md Mamun-Ur-Rashid Askari, joint chief (International Corporation Division) at Bangladesh Trade and Tariff Commission, suggested adopting Single Window systems to simplify imports and emphasised the importance of intellectual property rights for attracting foreign investors.

Environmental and regulatory aspects

Abdullah Al Mamun, deputy director (waste and chemical management) at the Department of Environment, noted that exemptions for "green" plastic industries would gradually improve the ease of doing business. He urged universities to contribute to research on sustainable practices.

Ashoke Kumer Roy, director of the Department of Patents at the industries ministry, urged toy manufacturers to adopt patents and trademarks rather than replicating global designs, particularly as Bangladesh prepares for the post-LDC era.

The way forward

The discussion highlighted that the country's toy sector, worth nearly Tk40,000 crore domestically and employing lakhs, could become a strong export earner if the right policies, infrastructure and innovation ecosystems are put in place.

Concluding the event, DCCI leaders renewed their call for a toy-specific policy, improved testing facilities and stronger collaboration between businesses, academia and government agencies to unlock the sector's full potential.

The Financial Express

24 SEP 2025

Tariff, policy hurdles bane of toy exports

Industry leaders tell discussion; urge reforms, innovation

FE REPORT

Bangladesh's toy industry has shown promise but continues to fall short of its global potential, largely due to tariff barriers, infrastructure gaps, and the absence of a supportive policy framework, according to industry leaders.

Stakeholders at a focus group discussion in Dhaka on Tuesday stressed that unless these challenges are addressed, the sector will remain underutilised despite its growing domestic base and expanding international demand.

The discussion, titled "Diversifying the Export Basket: Innovation, Export Potential and Market Expansion of the Toy Manufacturing Industry," was organised by the Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI).

Participants underscored that the global toy market, valued at over US$100 billion and projected to reach $150 billion by 2030, offers enormous scope for Bangladesh. Yet the country's export earnings from toys are just $77 million – a fraction of its potential.

Speakers identified several interlinked bottlenecks holding back growth: high tariffs on imported raw materials, lack of bonded facilities, inadequate testing infrastructure, and the absence of a toy-specific policy, which have prevented the industry from becoming globally competitive.

Limited research capacity, weak product innovation, and overreliance on imported inputs further inflate costs, leaving local manufacturers unable to compete on design, price, or quality in international markets.

DCCI President Taskeen Ahmed, in his welcome remarks, said the sector's potential remains largely untapped because of insufficient policy attention and weak institutional coordination.

He stressed stronger involvement of academia in design and innovation, alongside improved inter-agency collaboration, to unlock growth opportunities.

From the government side, Muhammad Mubinul Kabir, member (Customs: Policy and ICT) at the National Board of Revenue (NBR), acknowledged the urgency of diversifying exports beyond ready-made garments in the post-LDC era. He says NBR is working to simplify procedures and expand bonded facilities for emerging sectors. However, he cautioned that tariff structures are aligned with the 2023 Tariff Policy and donor agency recommendations, leaving limited room for mid-year policy adjustments.

Necessary reforms may only come during the next budget cycle, he noted.

International partners also weighed in. Martin Dawson, deputy development director at the British High Commission in Dhaka, said Bangladeshi toys hold immense export potential and that the UK market could absorb much higher volumes if policy barriers were eased.

Presenting the keynote paper, Shamim Ahmed, president of the Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association (BPGMEA), says around 5,000 enterprises operate in the plastics sector, of which 250 are engaged in toy production, employing an estimated 1.5 million workers.

In FY24, exports from the broader plastics sector stood at $276 million, while the domestic toy market is valued at nearly Tk 400 billion.

Toy exports have grown from $15.23 million in FY17 to $77 million in FY23, reaching 88 countries. Despite this progress, Mr Ahmed argued, the sector's contribution remains negligible compared with its potential.

Industry leaders stressed that product innovation and novel design are essential for sustaining competitiveness.

"Without innovation, survival in this sector will be difficult," said Md Juhirul Islam Shimul of Redmin Industries.

Others highlighted how high tariffs on imported plastic raw materials raise production costs and consumer prices, eroding competitiveness.

Participants put forward a range of recommendations. These included lowering tariffs and duties on raw materials and machinery, developing clusters, strengthening supply chains, and ensuring intellectual property protection.

Md Anisur Rahman of ACI's Premiaflex Plastics Ltd emphasised the need to lower bank interest rates and implement tariff policies consistently.

Yasir Obaid of Cupcake Exports Ltd urged streamlining policies and improving government coordination.

Belal Ahmed of Golden Son Ltd argued that the absence of a dedicated policy for toy manufacturers deprives entrepreneurs of critical government support.

Officials from regulatory bodies also made recommendations.

Md Mamun-Ur-Rashid Askari of the Bangladesh Trade and Tariff Commission urged businesses to adopt single-window facilities to simplify imports, while Dr Ashoke Kumer Roy of the Ministry of Industries stressed the need to embrace patents, designs, and trademarks rather than imitating global brands.

Environmental concerns also entered the discussion. Dr Abdullah Al Mamun of the Department of Environment noted that renewal fees for green and yellow category plastic industries have been waived for up to five years, easing compliance.

He called for academia's involvement in research and capacity building in areas such as energy, water, and waste management.

sajibur@gmail.com

DCCI President Taskeen Ahmed speaks at a discussion on 'Diversifying the Export Basket' organised by the Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) on Tuesday. Muhammad Mubinul Kabir, Member, National Board of Revenue (NBR), and Martin Dawson, Deputy Development Director, British High Commission, attended the event as special guests.

The Financial Express

24 SEP 2025

DIVERSIFYING EXPORT BASKET

Govt supports exporters to attend 46 int'l trade fairs

JASIM UDDIN

The government has rolled out an extensive plan to support Bangladeshi exporters from eight potential sectors in participating in 46 international trade fairs during fiscal year 2025-26, aiming to diversify the country's export basket and reduce reliance on traditional markets such as the USA and the European Union (EU).

As part of this strategy, Bangladesh will also host its first-ever Global Sourcing Expo, branded as "Sourcing Bangladesh," scheduled for December 1-3 in Dhaka, to attract global buyers and brands directly to the country.

Bangladesh to host first-ever Global Sourcing Expo in December

According to the Export Promotion Bureau (EPB), Bangladeshi companies will be supported to join international fairs across multiple sectors, including ready-made garments (RMG), textiles, leather, pharmaceuticals, furniture, seafood, handicrafts, and ICT.

The EPB, under the Ministry of Commerce, will coordinate the initiative, which covers both financial and logistical support to help exporters tap into new and emerging markets, particularly in East Asia, the Middle East, Africa, and Latin America.

Officials say the programme is designed to target untapped and non-traditional markets to reduce risks associated with dependence on a handful of destinations.

Speaking to The Financial Express, Mahmudul Hasan, EPB director (Fair), said, "Considering major and potential export products, we have set a target to participate in 46 fairs this year, up from 36 last year. We are already confirming bookings

I SEE PAGE 7 COL 6

~~The Financial Express~~
The Daily Star
24 SEP 2025

RMG, textile: Top export sectors among major loan defaulters

AHSAN HABIB

The readymade garment (RMG) and textile industries, two of the country's largest employers and export earners, are also among the biggest defaulters on bank loans, according to the latest Financial Stability Report of the Bangladesh Bank.

The gross non-performing loan (NPL) ratio stood at 26 percent in the RMG sector and 25 percent in textiles in 2024, according to the report.

Only shipbuilding and leather have higher rates, both at 39 percent.

The gross NPL ratio measures the share of defaulted loans in total loans. For the leather industry, the 39 percent figure means Tk 39 of every Tk 100 borrowed has turned sour.

By comparison, construction has an NPL ratio of 24 percent, transport 20 percent and agro-based industries 14 percent. Pharmaceuticals, agriculture and housing are the best performers with NPL ratios of 6, 11 and 12 percent, respectively.

Despite these repayment problems, the RMG sector remains the backbone of the economy.

In fiscal year (FY) 2024-25, it exported goods worth more than $39 billion, accounting for 84 percent of national export earnings, according to the Export Promotion Bureau (EPB).

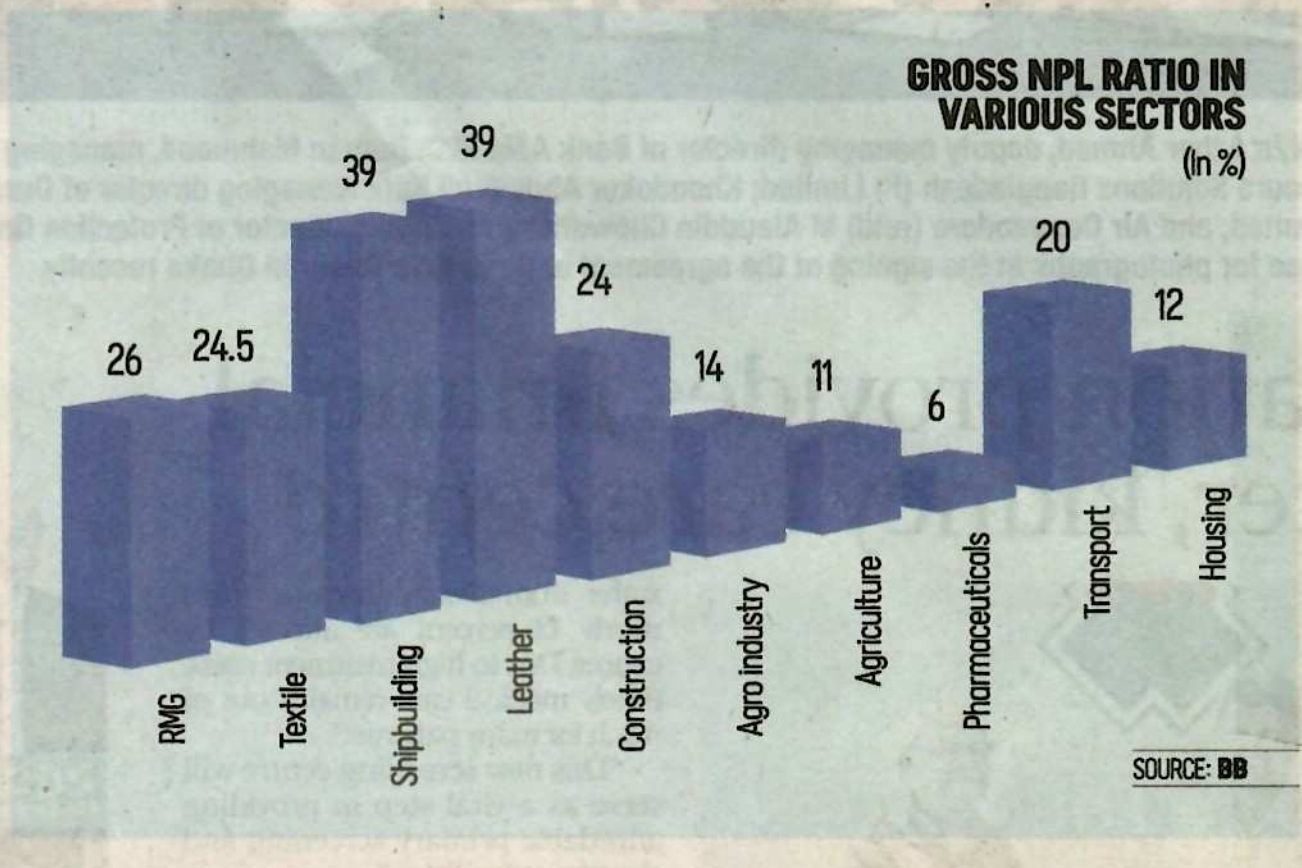

The sector also employs around 40 lakh workers, and most of them are women.

Business leaders and bankers say smaller firms are carrying the heaviest burden of defaults as they struggle with the energy crisis and global headwinds.

"Large companies are doing well, but small firms have been struggling for several years," said Anwar-ul Alam Chowdhury, president of the Bangladesh Chamber of Industries.

Chowdhury, a former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said big exporters can negotiate lower bank interest rates and enjoy advantages in shipping and logistics, giving them a buffer against global price pressures.

But smaller firms, with less bargaining power, face higher overhead costs and greater financial stress, he commented.

READ MORE ON B3